আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতি(১৮৮৮-বর্তমান) :
লিফলেটবাদ বনাম বিজ্ঞানবাদ

লিখতে শুরু করেছিলাম, বিজ্ঞান আর আধ্যাত্মিকতা নিয়ে। হঠাৎ ছন্দ পতন হয়ে গেল। বাঙালী এক অদ্ভুত জাত। পৃথীবির দরিদ্রতম জাতিদের একটি হচ্ছে বাঙালী। নিজেদের রাজনীতির হালচাল এমনই যে পূর্ব বঙ্গ এবং পশ্চিম বঙ্গে লাশ না পড়লে রাজনীতি হয় না, অথচ আমাদের ধারণা আমরা বিশ্বরাজনীতিতে সবাই একটি দিগ-গজ পন্ডিত! বাঙালী নিজেদের রাজনীতি ঠিক করতে পারছে না, আমেরিকার রাজনীতি ঠিক করে দেবে!! হরির নাম খাবলা খাবলা!!

ইদানিং আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে দুই ইফোরামে তুমুল ঝগরা। অনন্ত, শাহাদাত, অভিজিত, কুদ্দুস খান অনেক কিছু লিখে ফেললেন। সবারই এক সমস্যা। রামকৃষ্ণ কথামৃতের একটা গল্প দিয়ে বোঝাই (section3, chapter1)।

আগেকারদিনে লোকে দল বেঁধে বন জঙ্গাল পার হত। দলটাকে থামিয়ে গাছের তলায় প্রস্বাব করতে গিয়ে, এক ভদ্রলোক হটাৎ লাল রঙের এক অতি সুন্দর পাখী দেখতে পায়। ফিরে গিয়ে অন্যদের 'লাল' রঙের পাখীটাকে দেখে আস্তে বলে। আরেক ভদ্রলোক ফিরে এসে বললেন সুন্দর বটে, তবে রংটা কিন্ত সবুজ। যা তাই হয় না কি? আরেক জন দেখতে গেল। ফিরে এসে সে বলে সবার চোখ কানা, ওটা হলুদ। বাকীরা একে একে দেখে এলো-কেও দেখে বাদামী, কেও সাদা, কেও বা গেরুয়া। সবাই বলে অন্যরা মিথ্যে। নিজেদের মধ্যে মারামারি, হানাহানি শুরু।

গাছের তলায় এক ফকির থাকত। মারামারি দেখে সে বলল আরে ভাই তোমরা সবাই ঠিকই দেখেছ। পাখীটা সব রঙেই পাওয়া যায়।

কুদ্দুস খান, অনন্ত, অভিজিত আমেরিকার পররাস্ট্রনীতি নিয়ে যা যুক্তি দিয়েছে, সবই ঠিক। কিন্ত খন্ড চিত্র নিয়ে লিখেছে। অনেকটা অন্ধের হস্তি দর্শনের মতন। কেও বলে হাতি হচ্ছে দালানের থাম্বা! কেও শুঁর স্পর্ষ করে বলে দূর ওটা হচ্ছে একটা অজসাপ। যে ল্যাজ ধরল, সে বল্লো কোনটাই ঠিক না, হাতি আসলে কুকুর-শিয়ালের মতন ছোটখাট স্তন্যপায়ী!

শুধু অর্থনীতি, মানবিকতা দিয়ে বিদেশ নীতির বিচার হয় না। বিখ্যাত পররাস্ট্র বিজ্ঞানী স্টীফেন শালোন, গবেষনা করে দেখিয়েছেন, আমেরিকার বিদেশ নীতি মূলত পাঁচটি স্তম্ভের উপর দাড়িয়ে

১. আদর্শবাদ বা আদর্শবাদের নামে ভ্রস্টাচার!
২. আভ্যন্তরীন গনতন্ত্র
৩. ধনতন্ত্র বা পুঁজি তন্ত্র
৪. বর্ণবৈষম্য
৫. লিঙ্গ বৈষম্য

আমি আস্তে আস্তে সবগুলির দিকেই উদাহরন সহযোগে আলোকপাত করব। তার আগে দুটো কথা বলে নিই।

আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্যবাদে তৎকালীন প্রায় কুড়ি লক্ষ লোক মারা যায়। সেটাও যেমন ঠিক, আবার এই আক্রমন না হলে পৃথিবীতে সিদ্ধান্ত মূলক গ্রীক বিজ্ঞানের আলো ছড়াতো না। পৃথীবির অগ্রগতি রুদ্ধ হত। আবার ধরুন হজরত মহম্মদকে সমগ্র মুসলিমবিশ্ব জানে, ততকালীন দরিদ্র, খেটে খাওয়া মানুষদের উদ্ধারকর্তা হিসাবে। আবার খৃস্টানবিশ্ব মহম্মদকে দেখে এক যুদ্ধবাজ শাসক হিসাবে। মতের এই পার্থক্য নিয়ে, গত ১৪০০ বছর ধরে প্রায় দুকোটি লোক মারা গেছে। আজও মরছে, কখোনো ইরাকে, কখোনো ইংল্যান্ডে। এই খন্ডিত চিত্র দর্শন হচ্ছে মৌলবাদ। এর

জন্যই ইরাক, ৯/১১, ৭/১১!! আরো কত ১১ আর ইরাক পৃথিবী দেখবে কে জানে!

এই জন্যই আমাদের সেই গাছের তলার ফকির হতে হবে, যে পাখীটির সব বং দেখতে পাবে। সেটাই বহুত্ববাদ!

—-[চলবে]

এ